দীক্ষা প্রধানতঃ দশ প্রকার

দীক্ষা:---------------------
বিষ্ণু যমলা শাস্ত্র বলছে: "যে প্রক্রিয়াটি দিব্য জ্ঞান (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপ ও অজ্ঞতার বীজকে ধ্বংস করে, সেই আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের দ্বারা দীক্ষা বলা হয় যারা সত্য দেখেছে।"[১১]
“দিব্য জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্ব কোবিদৈ:।
যা থেকে অপ্রাকৃত দিব্য জ্ঞানের উদয় হয় এবং পাপের সর্বতোরূপে ক্ষয় হয়, তত্ত্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা তাকেই দীক্ষা বলে বর্ণনা করেছেন। পারদের সংস্পর্শে রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাবে কাঁসা যেমন সোনায় পরিণত হয়। তেমনি যথাযথভাবে দীক্ষা গ্রহণের ফলে মানুষ ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত গুণাবলি অর্জন করেন।
দীক্ষা শব্দের অর্থ এমন জ্ঞান যার দ্বারা দীক্ষাগ্রহণকারীর পাপক্ষয় হয়। দীক্ষা প্রধানত দ্বিবিধ বহির্দীক্ষা ও অন্তর্দীক্ষা। বহির্দীক্ষায় পূজা, হোম প্রভৃতি বাহ্যিক অনুষ্ঠান বিহিত; আর অন্তর্দীক্ষায় মানুষের কুন্ডলিনীশক্তির (আত্মশক্তি) জাগরণ ঘটে।
গুরু কর্তৃক শিষ্যকে বিশেষ কোনো দেবতার মন্ত্র দান অর্থাৎ সেই দেবতার উপাসনায় উপদেশ দানের নামই--" দীক্ষা" , আর দীক্ষাদানকারী গুরুকে বলা হয় দীক্ষাগুরু।
কাজের অনিত্য দেহের নিত্যাত্মার মুক্তির সদ্গতির জন্য বিধি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। দীক্ষাতে দেহ শুদ্ধি হয়, সংসার বাসনা ক্ষয় হয়,মহৎ ব্যক্তির ও শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীগুরু কৃপা লাভ হয়। সাধন ভজন ও অর্চ্চনাদি ভজনাঙ্গের অধিকার জম্মে এবং সর্ব্বকার্য সিদ্ধি হয় কাজেই দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন ।
দীক্ষা গ্রহণ না করিলে সাধন ভজন রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না । দীক্ষা ব্যতীত গুরুর কৃপা হয় না দীক্ষা ব্যতীত হরিনামাদি ভজনের দ্বারা শ্রেয়ঃলাভ হইলেও কৃপা ও সেবা লাভের ও অর্চ্চনাদি ভজনার অধিকার হয় না এবং সাধন ভজন পথের শক্তি লাভ হয় না । সংসার বাসনা ক্ষয় হয় না, আর দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ না করিলে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনে সংযোগের কোন উপায়ও হয় না । জন্ম-মৃত্যু বারণ হয় না,কোন সৎকার্যের সিদ্ধি হয় না । কাজের অনিত্য দেহের নিত্যাত্মার মুক্তির সদ্গতির জন্য বিধি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। দীক্ষাতে দেহ শুদ্ধি হয়, সংসার বাসনা ক্ষয় হয়,মহৎ ব্যক্তির ও শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীগুরু কৃপা লাভ হয়। সাধন ভজন ও অর্চ্চনাদি ভজনার অধিকার জম্মে এবং সর্ব্বকার্য সিদ্ধি হয় কাজেই দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন । দীক্ষা গ্রহণ ব্যতীত সাধন সিদ্ধি হয় না। কাজেই দীক্ষা গুরুর প্রয়োজন।
ধ্রুব প্রথমে দীক্ষা গ্রহণ ব্যতীত বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীনারায়ণে ডাকা সত্বেও তাহার কৃপা লাভ করিতে পারে নাই । তৎপরে শ্রীনারদ ঋষি হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ,তাহাকে ডাকিয়া তাহার কৃপা লাভ করেন। অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের দর্শন লাভ করেন । যাহাদের নিকট হইতে সাধন ভজনের উপদেশাদি ও তত্ত্বাদি শিক্ষা লাভ করা যায় তাহারাও শিক্ষারগুরু । ভগবান প্রাপ্তজনিত শাস্ত অনুযায়ী অজানা বিষয় যাহাদের

নিকট হইতে জানার যায় তাহারাও শিক্ষার গুরু । মুনি,ঋষি ও মহাজনদের রচিত ভগবত সম্বন্ধীয় ধর্মগ্রন্থ হইতে যে জ্ঞানের উপদেশাদি ও সদাচারের নিয়ম পদ্ধতি ও সাধন ভজন পদ্ধতি শিক্ষা লাভ করা যায় ,তাহারা ও শিক্ষার উপদেষ্ট গুরু । সাধন পথে গুরু দুইজন= দিক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু ।

গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাত্ পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ

হিন্দু দর্শনের গুরু কে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। পরম ব্রহ্মের স্বরূপ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে গুরুকে।

তিমির অন্ধকারাচ্ছন্ন মনকে যিনি জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেন তিনি হচ্ছেন গুরু

দীক্ষা গ্রহণ না করলে দীক্ষা গ্রহণ করলে যা লাভ হয় সেগুলো প্রাপ্ত করার সুযোগ হয় না। আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করতে না পারার জন্য আধ্যাত্মিকভাবে অশিক্ষিত হয়ে থাকতে হয়।

দীক্ষা প্রধানতঃ দশ প্রকার,

যথা

১)স্মার্তী,২)মানসী,৩)যৌগী,৪)চাক্ষুষী,৫)স্পর্শিনী,৬)বাচিকী,৭)মান্ত্রিকী,৮)হৌত্রী,৯)শাস্ত্রী ও১০)আভিষেচিকী।

1) স্মার্তী দীক্ষা--- সমর্থ গুরু বিদেশস্থ শিষ্যকে স্মরণ করে ক্রমশঃ তার আণবমল, কর্মমল ও মায়িক মলের আবরণকে বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেন এবং লয়যোগাঙ্গবিধানে তাকে পরম শিবে যোজনা করেন।

2) মানসী দীক্ষা--- শিষ্যকে নিজের কাছে বসিয়ে অন্তঃদৃষ্টিতে তার মলত্রয়কে অবলোকন করে, সেই মলত্রয়কে নিশ্চিহ্নকরণ।

3) যৌগী দীক্ষা--- যোগোক্ত ক্রমে গুরু শিষ্য দেহে প্রবিষ্ট হয়ে তার আত্মাকে নিজের আত্মাতে যুক্ত করেন। তার নাম যৌগদীক্ষা।

4) চাক্ষুষী দীক্ষা--- শিবোহহং ভাবে সমাবিষ্ট হয়ে গুরু করুণাদৃষ্টিতে শিষ্যকে নির্ণিমেষে নেত্রে দেখতে থাকেন তাতেই শিষ্যের মধ্যে অকস্মাৎ শিবভাবের বোধন ঘটে যায়।

5) স্পর্শিনী দীক্ষা--- গুরু স্বয়ং পরমশিবভাবে ভাবিত হয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন । সেই সময় তাঁর হস্তই শিবহস্ত, তাঁর মুখই শিববক্ত্র । আনন্দ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত গুরু শিষ্যের উপযোগী বীজমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তাঁর শিবহস্ত শিষ্যের মাথায় অর্পণ করেন । সঙ্গে সঙ্গে নাদ ও জ্যোতি প্রকট হয়ে যায় ।

6) বাচিকী দীক্ষা--- গুরু তাঁর গুরুভাবে ভাবিত হয়ে নিজ দেহে স্বীয় গুরুশক্তির আবেশ ঘটান। নিজের বক্ত্রকে তখন গুরুবক্ত্ররূপে অনুভব করে শ্রদ্ধাপ্লুত অবস্থায় শিষ্যের নিকট দিব্যমন্ত্র প্রকট করে থাকেন। সেই সদ্যপ্রকটিত মন্ত্রের উপযোগী মুদ্রান্যাসাদি সাধন প্রণালীও শিখিয়ে দেন।

7) মান্ত্রিকী দীক্ষা---এই দীক্ষায় গুরু মন্ত্রন্যাস যুক্ত অবস্থায় স্বয়ং মন্ত্রতনু হয়ে শিষ্যকে মন্ত্রদান করে থাকেন। গুরু যে মন্ত্রতনু হলেন তা শিষ্য এই দেখে বুঝতে পারেন যে গুরুর ললাটে কিংবা বক্ষস্থলে শিষ্যের বীজ অত্যাশ্চর্য উপায় যেন খোদিত হয়ে জ্বলজ্বল করছে ।

8) হৌত্রী দীক্ষা--- গুরুকুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে অগ্নিস্থাপন করে লয়যোগের ক্রমে শিষ্যকে দিয়ে প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্রে ক্রমাগত আহুতি দেওয়াতে থাকেন। তাঁর সংকল্প থাকে শিষ্যের মলশুদ্ধি ও পাশ মুক্তি। বেদমন্ত্র হল--- "ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম।।" হোম করতে করতে শিষ্য প্রথমে

খুব জ্বলন বা তাপ অনুভব করেন। এই যজ্ঞাগ্নির তাপে শিষ্যের দেহোবস্থিত পাশ সমূহ দগ্ধীভূত হয়। তারপর শান্ত স্নিগ্ধ শীতলতার আবির্ভাব হয়। সেই স্নিগ্ধ অমৃতরসে শিষ্যের সকল সত্তা আপ্লাবিত হয়ে যায়।

9) শাস্ত্রী দীক্ষা--- গুরু তাঁর যোগ্য শুশ্রূষু ভক্তকে যে সাধনায় সিদ্ধ করতে চান কিংবা যে তত্ত্ব তিনি তার মধ্যে প্রকট করতে চান, সেই তত্ত্ব বিষয়ক বা সাধনা বিষয়ক গ্রন্থ শিষ্যের হাতে দিয়ে আশীর্বাদ করেন। তাঁর আশীর্বাদের ফলে সেই তত্ত্ব বা সাধন রহস্য শিষ্যের অধিগত হয়ে যায়।

10) আভিষেচিকী দীক্ষা---এই দীক্ষার অপর নাম শিবকুম্ভভিষেক দীক্ষা।
সাধারণতঃ একটি কুম্ভে শিব ও শিবানীকে পূজা করে শিষ্যকে মন্ত্রদান করা হয়। সাধারণ তন্ত্র গ্রন্থে এই বিধান। কিন্তু শৈবাগমের ঋষিদের মতে, শিষ্যকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করে স্বয়ং গুরু তার দেহরূপ ঘটে আপন তপঃশক্তির বলে শিব ও শিবানীর আবেশ সঞ্চার করে দেন। সেটাই যথার্থ আভিষেচিকী দীক্ষা।
অন্তররাজ্যে প্রবেশ করার জন্য গুরু কর্তৃক শিষ্যের এই হল -অভিষেক ক্রিয়া।